সংবাদ

তারিখ 25 FEB 2018
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পিরোজপুরে মাদ্রাসা শিক্ষকের জাল সনদ বাণিজ্য

প্রতিনিধি, পিরোজপুর

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে আট বছর ধরে। তবে তা শুধু খাতা-কলমে। বাস্তবে নেই তার কোন কার্যক্রম। টাকায় বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে কাফিয়া জামাত উত্তীর্ণ হতে স্নাতক পাশের সনদও। দীর্ঘদিন যাবত এ অনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছে পিরোজপুর সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম বাদুরা কওমী মাদরাসার নায়েবে মুহ্তামিম মাওলানা জাকির হুসাইন সিকদার। এছাড়া স্থানীয় এক ক্ষমতাশীল দলের নেতার ছত্রছায়ায় থাকা এ শিক্ষক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র এনে দেয়ার কথা বলে বিভিন্ন ইমামদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ নিয়ে আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ আছে। আর এই সকল অভিযোগ করছেন মাদরাসার অন্য শিক্ষক ও ভুক্তভোগীরা। সরেজমিনে গিয়েও পাওয়া গেছে অভিযোগের সত্যতা। জানাযায়, পিরোজপুর সদর উপজেলার ৭ নং শংকরপাশা ইউনিয়নের বাদুরা গ্রামে ১৯৭২-সালে দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম বাদুরা কওমি মাদরাসা স্থাপিত হয়। তবে এই ঐতিহ্যবাহী মাদরাসার কার্যক্রমে চলছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। আর এই অনিয়ম ও দুর্নীতির পিছনে প্রধান অভিযুক্ত হচ্ছে মাদরাসার নায়েবে মুহ্তামিম মাওলানা জাকির হুসাইন সিকদার। তার বিরুদ্ধে মাদরাসার মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক একটি শিক্ষা কেন্দ্র ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পরিচালনার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০১৭ সালের শিক্ষা বর্ষেও ইসলামি ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে এই কেন্দ্রে ১২ জন ছাত্র ও ১৮ জন ছাত্রী মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা। তবে সরজমিনে গিয়ে কোন শিক্ষার্থীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এছাড়া আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, মাদরাসার মুহ্তামিম আলহাজ মাওলানা মুহামদ আলী আকবর দীর্ঘদিন যাবত শারিরীক অসুস্থতার কারণে মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকার সুযোগে জাকির হুসাইন সিকদার টাকার বিনিময়ে মাদরাসার নামে বিভিন্ন জনের কাছে কাফিয়া জামাত উত্তীর্ণ সনদ বিক্রি ও মাদরাসার শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন ডিগ্রি পাশের জাল সনদও বিক্রি করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদ ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র এনে দেয়ার কথা বলে বিভিন্ন ইমামদের কাছ থেকে বিপুল পরিমানে অর্থ নিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগ আছে এ শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

মাদরাসার অন্য শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, মাওলানা জাকির হুসাইন সিকদার নিজ নামে এই মাদরাসার মসজিদে একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক একটি শিক্ষা কেন্দ্র চালান। তবে কেন্দ্রে কোন শিক্ষার্থী নেই। শুধু মাত্র খাতা-কলমে শিক্ষার্থী ও কেন্দ্র পরিচালনা দেখিয়ে এই ৮ বছরে প্রায় ৫ লাখ টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন। মাদরাসা থেকে বিক্রি করেছে জাল সনদপত্র। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, মাদরাসার নায়েবে মুহ্তামিম মাদরাসাটিকে তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। মাদরাসার বিভিন্ন কক্ষ দখল করে রাখছেন তিনি। পালন করেছে গাবাদী পশু। মূলবান কিতাহসমূহ নিজের কাছে আটকে রাখছে। সর্বশেষ মাদরাসার ভেতরে দুটি ভবনে তার নিজ নামে এনেছে বিদ্যুৎ সংযোগ। মাদরাসার মুহ্তামিম আলহাজ মাওলানা মুহালানা আলী আকবর এ বিষয়ে জানান, তার মাদরাসায় মসজিদ ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র বা কার্যক্রম আছে তা তার জানা নেই। আর মাওলানা জাকির হুসাইন সিকদারের নামে জাল সনদ বিক্রিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজের অভিযোগ করেছে অনেকে তার কাছে।

অভিযোগের বিষয়ে নায়েবে মুহ্তামিম মাওলানা জাকির হুসাইন সিকদার জানান, তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা। তবে মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রমের বিষয়ে জানাতে চাইলে তিনি জানান, 'মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিষয়টি জানেন আর এ বিষয়ে কোন কথা বলতে তিনি নিষেধ করছেন।' পিরোজপুর ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক (চ:দা:) মো: আবদুল মতিন হাওলাদার জানান, মসজিদ ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রমের বিষয়ে তারা খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নিবেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...
তারিখ...
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতির